দৈনিক বাংলা 002

০4 APR 1986

তারিখ ... 04 APR 1986

পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শহরে কারফিউ জারি ঃ ১৫ জন গ্রেফতার

04 APR 1986

নকল নিয়ে মাগুরায় হাঙ্গামা গুলিতে দুইজন নিহত

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

যশোর, ৩রা এপ্রিল।—আজ দুপুরে মাগুরা আদর্শ একাডেমীতে এসএসসি পরীক্ষায় নকল সরবরাহ উপলক্ষ করে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের রেগুলার রিজার্ভ ফোর্সের (আরআরএফ) গুলি-বর্ষণে দুইজন ছাত্র নিহত এবং আটজন পুলিশসহ ৫০ জন আহত হয়েছে।

মাগুরা রিজার্ভ পুলিশ সূত্রে গভীর রাতে জানা যায় যে, শহরে বিকাল ৪টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়েছে। পরে, মারমুখী ছাত্র-জনতা স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বাসভবনে হামলা চালায়, সরকারী সম্পত্তি তছনছ ও তাতে অগ্নিসংযোগ করে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় যশোর, খুলনা ও ঝিনাইদহ থেকে মাগুরায় রিজার্ভ পুলিশ পাঠানো হয়েছে। শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে এবং রাত ১২টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নিহতরা হচ্ছে মাগুরা সোহরাওয়ার্দী সরকারী কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ (২২) এবং স্থানীয় হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র দিলীপ (১৮)।

এছাড়া আরো এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে বলে জনতা দাবী করছে।

আহত আটজন পুলিশকে প্রথমে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে, নিরাপত্তার কারণে তাদের পুলিশ লাইনে স্থানান্তর করা হয়। আহত ২১ জনকে মাগুরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে সুজাউদ্দৌলা নামে গুলিবিদ্ধ এক জনের অবস্থা গুরুতর। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

জানা গেছে, আজ এসএসসি পরীক্ষার শেষদিন আদর্শ একাডেমীতে ইসলামিয়াত পরীক্ষা চলাকালে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

নকল নিয়ে

(১ম পৃঃ পর)

একদল লোক নকল সরবরাহের জন্যে কেন্দ্রে প্রবেশের চেষ্টা করে। প্রহরারত পুলিশ বাধা দিলে তাদের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে পুলিশের একজন সুবেদার আহত হন। এসময় মারমুখী ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে পুলিশ দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে।

এরপর ছাত্র-জনতা পার্শ্ববর্তী পুলিশ লাইনের ওপর হামলা চালায়। তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যে পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং পরে গুলি চালালে দুইজন ছাত্র নিহত হয়।

বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা এরপর ডিসি ও এসপির বাংলোতে হামলা চালায়, আসবাবপত্র তছনছ করে ও তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এক পর্যায়ে তারা ডিসিকে নাজেহাল করে। জনতা মোহাম্মদপুর উপজেলা চেয়ারম্যানের গাড়ি, সিভিল সার্জনের গাড়ি ও জেলা প্রশাসকের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। দমকলের গাড়ি আগুন নেভাতে এলে সেটাতেও আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। জনতা একটি পুলিশ ফাঁড়িতে এবং পুলিশ ক্লাবেও আগুন দেয়।

বেলা তিনটা পর্যন্ত শহরে খন্ড খন্ড মিছিল চলতে থাকে। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে ঝিনাইদহ, যশোর ও খুলনা থেকে রিজার্ভ পুলিশ এবং চুয়াডাঙ্গা থেকে বিডিআর জওয়ানদের মাগুরায় পাঠানো হয়েছে।

পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। তবে, শহরে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।